OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 19*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 137 - 143*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 137 - 143*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848*

# দেশ শারদীয় গল্প-সংকলন ১৯৪৩-১৯৮৮ : সমকাল ও বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তন

**সত্যজিৎ রায়**
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: satyajitroy234@gmail.com
0009-0007-5575-3279

***Received Date*** *30. 03. 2026*
***Selection Date*** *07. 04. 2026*

***Keyword***
*Bengali Literature, Short Story Evolution, Desh Sharadiya, Social Consciousness, Urbanization, Psychological Realism, Post-Partition Trauma, Modernity.*

***Abstract***

*This essay provides a comprehensive analysis of the evolution of the Bengali short story as reflected in the prestigious Desh Sharadiya (Puja Annual) collections spanning nearly five decades (1943–1988). Edited by the legendary Sagarmoy Ghosh, these collections serve as a definitive chronicle of the shifting Bengali psyche and social landscape. The narrative journey begins in the 1940s, a period marked by the trauma of the Great Famine, World War II, and Partition. Early stories by masters like Bibhutibhushan Bandyopadhyay and Tarasankar Bandyopadhyay captured the disintegration of rural feudalism and the raw struggle for survival.*

*As the decades progressed, the focus shifted from external landscapes to the internal 'inner world' of the urban middle class. Writers such as Santosh Kumar Ghosh, Jyotirindra Nandi, and Bimal Kar explored the nuances of domestic friction, psychological isolation, and the erosion of traditional values. The essay highlights how the concept of love, family, and morality transformed from romantic idealism to a more cynical, materialistic realism, particularly visible in the works of Nabaneeta Dev Sen and Sunil Gangopadhyay.*

*Furthermore, the study examines the impact of rapid urbanization and industrialization, where the 'individual' became a cog in a mechanical routine, as seen in the stories of Narendranath Mitra and Shankar. Through fifteen curated quotations, the essay illustrates the transition from a collective rural identity to a fragmented, modern existence. Ultimately, the collection proves that while the socio-political backdrop changed—from the agrarian crisis to the political disillusionment of the 1970s and 80s—the Bengali short story remained a resilient medium, constantly adapting its form and language to mirror the profound transformations of the Bengali social consciousness.*

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 19*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 137 - 143*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

## Discussion

১৯৪৩ থেকে ১৯৮৮ —এই সাড়ে চার দশক বাঙালি জাতিসত্তার ইতিহাসে এক উত্তাল সময় বয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, দেশভাগ, দাঙ্গা এবং স্বাধীন পরবর্তীকালে ভারতের মোহভঙ্গ — সবই এই সময়ের ছোটগল্পের শিরায় শিরায় বহমান। সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাগুলো কেবল সাহিত্য বিনোদনের মাধ্যম ছিল না, বরং তা ছিল সমকালীন সমাজ-মানসের এক সংবেদনশীল দর্পণ। এই দীর্ঘ কালখণ্ডে দেখা যায় সময়ের অভিঘাতে বাংলা ছোটগল্প পল্লী-প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে ক্রমশ নাগরিক জীবনের জটিলতা ও মনস্তাত্ত্বিক গহনে প্রবেশ করেছে। যেখানে চিরায়ত আদর্শের মৃত্যু ঘটছে এবং মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রকট হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'মীন পিয়াসী' গল্পটির কথা বলা যায়। গল্পকার দেখিয়েছেন একজন আদর্শবাদী শিক্ষকের জীবনতৃষ্ণা যখন অতৃপ্ত থেকে যায়, তখন তা কেবল কোনও একজন ব্যক্তির হাহাকার থাকে না, বরং তা হয়ে ওঠে এক অপসৃয়মাণ যুগের দীর্ঘশ্বাস। মাস্টারমশাই যখন বিমোহনকে বলেন—

> "এত যে ভালোবাসো, তবু আমার পিপাসা মিটল না। এ-পারে যখন মিটল না, ও-পারেও কি মিটবে?"[১]

তাঁর এই অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার কথা যখন বলেন, তখন তা এক মহাজাগতিক হাহাকার হয়ে আমাদের বিবর্তিত সমাজ-মানসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই অস্তিত্বের লড়াই আরও ভয়াবহ ও আদিম রূপ নেয় যখন প্রকৃতি রুদ্ররূপ ধারণ করে মানুষের তৈরি কৃত্রিম সামাজিক বিভাজনকে চ্যালেঞ্জ জানায়। মনোজ বসুর 'মহাবন্যা' গল্পে দেখা যায়, এক মহাজাগতিক প্লাবন কীভাবে আভিজাত্যের দম্ভ আর দারিদ্র্যের লজ্জা— উভয়কেই একই গাছের ডালে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। বন্যার কবলে পড়ে একটু আশ্রয়ের জন্য মানুষের যে হাহাকার তা শ্রেণিবিভেদকে মুছে দিয়েছে। যে প্রেমতোষ রাহা আভিজ্যাতের দম্ভে শ্রমজীবী মানুষের উপর অত্যাচার করেছে, তারই স্ত্রী সুপ্রীতি রাহা যে, কখনও মাটিতে পা দিয়ে হাঁটে না তাকে বাধ্য হয়ে শ্রীপতি সরকারের সঙ্গে একই গাছে আশ্রয় নিতে হয়েছে। লেখক তাই বলেছেন—

> "বন্যা ঘুচিয়ে দিয়েছে মানুষে মানুষে ব্যবধান।"[২]

বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তনের ধারায় সবচেয়ে মর্মান্তিক অধ্যায় হলো চরম দারিদ্র্য এবং তার ফলে জন্ম নেওয়া নৈতিক অবক্ষয়। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বংশের বাতি' কিংবা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইস্কাপন' গল্পে এই প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। 'বংশের বাতি' গল্পে লেখক সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিলেও দারিদ্রের রূপটিই প্রখর হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইস্কাপন' গল্পটিতেও দারিদ্রতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত রূপ ফুটে উঠেছে।

ইস্কাপন জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখে যুদ্ধের জন্য বাজারে জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছুঁয়ে গেছে। তখন রাগে ঠোঙাসুদ্ধ চিঁড়ে রসগোল্লা ছড়িয়ে দিয়ে কেষ্ট মোদককে বলে এভাবে বাঁচা যায় না তার চেয়ে আপিং খেয়ে মরব। দারিদ্র্যতার চূড়ান্ত রূপ ধরা পড়ে ইস্কাপন যখন লঙ্গরখানায় খেতে যায়, সে তাকিয়ে দেখে—

> "সারি সারি বসে গেছে সব—মেয়েপুরুষ ছেলেবুড়ো জোয়ান। যাকে আগে এখানে বলত কাঙালি-ভোজন— লঙ্গরখানা তাই। তবু তার সঙ্গে অনেক তফাত। কেউ কারু দিকে তাকায় না। জোয়ান ছেলে পর্যন্ত জোয়ান মেয়ের দিকে চাইতে ভুলে গিয়েছে। পাঁজরার হাড় বেরিয়ে গিয়েছে, চোয়ালের হাড় উঠেছে উঁচু হয়ে, পেট জ্বলে গিয়েছে। জোয়ান ছেলে-যে চোখের রঙের ঘোরে যুবতী মেয়ের দিকে তাকায়-সে রঙই মুছে গিয়েছে চোখ থেকে। ঘোলা—হলদে চোখ।"[৩]

মানুষের এইভাবে বেঁচে থাকার লড়াই সমকালীন সমাজকে ব্যাখ্যা করে। এই পরিবর্তনের রেশ ধরেই বাংলা ছোটগল্প ধীরে ধীরে অন্দরমহলের জটিল মনস্তত্ত্বের দিকে মোড় নেয়। অস্তিত্বের এই আদিম লড়াই পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের সংকটে রূপান্তরিত হয়। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের ভেতরে যে সূক্ষ্ম ইগো, মান-অভিমান আর এক অদৃশ্য নীরব যুদ্ধ চলে, তা এই সংকলনের লেখকরা অত্যন্ত নিপুণভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন। ১৯৪৩ পরবর্তী সময়ে সমাজ-মানস কেবল বাইরের অভাব-অনটন নয়, মনের গহিনের জটিলতাকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'দাম্পত্য সীমান্তে', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গায়ে-হলুদ', প্রতিভা বসুর 'নতুন পাতা', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' প্রভৃতি গল্পগুলি অন্যতম উদাহরণ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গায়ে-হলুদ' গল্পে দেখা যায় উৎসবের আড়ালে লুকিয়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 19*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 137 - 143*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

আছে বিষণ্ণতা। গাঙ্গুলিদের ছোটবউ যখন পুঁটিকে জানায় সুবোধ ম্যাট্রিক ফেল করেছে তখন তার মনের সব আনন্দ মাটির সাথে মিশে যায়। প্রতিভা বসুর 'নতুন পাতা' গল্পে কিশোরী সাবির শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তরণ এবং বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগে তার সেই অবুঝ সারল্যের চিত্র সমকালের মেয়েদের অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'দাম্পত্য সীমান্তে' গল্পে লেখক স্মাগলিং-এর পাশাপাশি নারীর অবস্থান ও তাঁর মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর দেখিয়েছেন। নিবারণ আজবপুর পোস্ট অফিসে চাকরি করে। আজবপুর অর্দ্ধেকটা ভারতে পড়ে, অর্দ্ধেকটা নেপালে। ফলে এখানে চোরা চালানের সুবিধা অনেক বেশি তাই সে, উপরি ইনকামের জন্য এই পথ বেছে নেয়। কারবারের সুবিধার জন্য স্ত্রী অসীমাকেও জড়িয়ে নেয়। পণমূল্যের অতিরিক্ত অসীমার কোনও দাম নেই নিবারণের কাছে। তাই ইনস্‌পেক্‌শনে যখন ধরা পড়ে নিবারণ তখন তার নারীসত্তা জাগরিত হয়। সে পুলিশকে বলে—

> "এই লোকটাই চুরি করেছে-এই ঠগ, জোচ্চোর, মাতালটা। অন্যর ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়, আমাকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলিয়ে। সব সত্যি কথা বলব আমি। আমার জেল হয় হোক। কলকাতার লোকদের সঙ্গে এর, আর নেপাল-বাজারের শেঠজীর সাট আছে। যেসব লোক সাতজন্মেও এখানকার নয়, তাদের নামে কলকাতা থেকে পার্সেল আসে। এখানে সে নামের লোক পাওয়া যাবে কোথায়। ফেরত যায় সেসব পার্সেল। পার্সেলে আসে রেশমী শাড়ি, টাকা, আরও কত কি। সেসব এই মাতালটার মজুরি। সেটা বার করে নিয়ে এরা পার্সেলের মধ্যে ভরে দেয় নেপালের সস্তা গাঁজা।"[৪]

এই উক্তির মধ্যে দিয়ে লেখক দাম্পত্য জীবনের এক করুণ দলিলকে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' গল্পে মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর এবং মানব মনের বহুরূপী আচরণ ধরা পড়েছে। বুড়ো ভুবন সরকার মেয়ের বয়েসী মায়ার দেহের যখন বার বার প্রশংসা করে তখন সত্যিই অবাক হতে হয়। এই প্রশংসা শুনতে শুনতে মায়ারও স্বামীর সান্নিধ্য আর ভালো লাগে না। প্রণব মায়ার কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। তাই সে প্রণবকে বলেছে—

> "সস্তা জিনিস দিয়ে সস্তা জিনিস আদায় করো। আমার কাছে আর পাবে না। তেরো বছরের খুকির কাছে গিয়ে এই কান্না কেঁদো—পাবে। আমি আর তোমার কান্নায় গলে যেতে রাজি নই, যত খুশি চোখের জল ফেলো।"[৫]

আসলে ভুবনের সান্নিধ্যে মায়া বুঝতে পেরেছে সে জীবনে যা চেয়েছিল তা পায়নি, তাই বার বার ভুবনের কাছে ছুটে গেছে। ভুবন যখন বলে—

> "বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে, কিন্তু ভেতরে রসের বাল্ব জ্বেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মতো ঝকঝকে করে রেখেছি, ছানি পড়তে দিইনি, দিদির কি এখনো বুঝতে বাকি!"[৬]

তখন মায়া ভয়ে শিউরে উঠলেও ভুবনকে বলে বিশ্বাস না করলে কি আর সে দুপুর রাতে তার কাছে আসে। এই গল্পে লেখক ভুবন ও মায়া উভয়েরই মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর দেখিয়েছেন।

অন্যদিকে নবনীতা দেবসেন 'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পে তিন প্রজন্মের প্রেমের বিবর্তন নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তিনি ইন্টারভিউ করে দেখেছেন, তার আগের প্রজন্মের নর-নারীর মত প্রেমকে ধরে রাখতে চাইলে বিয়ে করা উচিত নয়। তাঁর সময়কালে প্রেম সম্পর্কে অভিমত ছিল, তারা প্রেম করলেও পরিবারের কথা অনুযায়ী বিয়ে করবে। কিন্তু নবীন প্রজন্মের কাছে প্রেম বৈষয়িক স্বার্থের হিসেবে পর্যবসিত হয়েছে। এখন প্রেম করাটা কেবল প্রেম নয়, বিনোদন মাত্র। তাই লেখিকাকে নবীন প্রজন্ম প্রেম সম্বন্ধে বলেছে—

> "আমাদের যুগের আসলে মেটিরিয়ালটা আলাদা। ঐ হয় স্বার্থের হিসেব, আর নয় তো খেলা। প্রেম বলে কিছুই এখন প্র্যাকটিসড হয় না। যা হয় সেটা একটা প্যাসটাইম। প্রেম-প্রেম খেলা। লাইক এনি আদার গেম। সময় কাটানোর প্রণালী। যেমন ক্রসওয়ার্ড পাজল। শব্দসন্ধান। শিকার। মৃগয়া। ক্রিকেট। তেমনি। উত্তেজনা আছে। হারজিত আছে। কংকোয়েস্ট-এর মজা আছে। সবই আছে, কেবল প্রেম নেই। ও আপনাদের সময়েই ফুরিয়ে গেছে। আমাদের যুগে ছিটেফোঁটাও নেই।"[৭]

এই গল্পে লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন দশকের পর দশক ধরে প্রেমের সংজ্ঞা কীভাবে বদলে গেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 19*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 137 - 143*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

দেশভাগ এবং পরবর্তী সময়ে বাঙালির সমাজ-মানসে যে আমূল পরিবর্তন এসেছিল, তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা ও ক্রমবর্ধমান নগরায়ন। ছোটগল্প তখন কেবল পল্লী-প্রকৃতির শান্ত শীতল ছায়া নয়, বরং মহানগরের নিঃশ্বাস আর কেরানি জীবনের গ্লানিকে ধারণ করতে শুরু করে। এই সংকলনের গল্পগুলোতে দেখা যায়, শহর কীভাবে মানুষের চিরন্তন মূল্যবোধকে যান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত করেছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেডমাস্টার' গল্পটি এই বিবর্তনের এক অনন্য মনস্তাত্ত্বিক দলিল। গ্রামের স্কুলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার যখন জীবনসায়াহ্নে এসে শহরের কেরানি জীবন শুরু করে, তখন তাঁর পুরনো শিক্ষক সত্তা বর্তমানের কেরানি সত্তার সঙ্গে এক করুন দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। অফিসের ইনচার্জ পরিমলবাবুর ইংরেজি ভুল ধরা বা সহকর্মীদের শাসন করার সেই শিক্ষকসুলভ প্রবৃত্তি আধুনিক করপোরেট সংস্কৃতির কাছে হয়ে ওঠে এক অসহ্য বিরক্তির কারণ। পরিমলবাবুর সেই চরম উক্তিটি সমকালীন পেশাদার জগতের নিষ্ঠুরতাকে স্পষ্ট করে—

> "দুষ্ট গরুর চেয়ে আমার শূন্য গোয়াল ভালো।"[৮]

অন্যদিকে সমাজ ও মানুষের সম্পর্কের এই যান্ত্রিকতা নিয়ে শংকর লিখেছেন 'বিউটি কনটেস্ট' গল্পটি। এই গল্পে লেখক আধুনিক নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা ও 'শো-অফ' সংস্কৃতির ওপর কশাঘাত করেছেন। হোটেলের ঝলমলে আলো আর সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতার আড়ালে যে শূন্যগর্ভ মানসিকতা কাজ করে, লেখক তাকে নিপুণ ব্যঙ্গে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। অনুরূপভাবে আধুনিক নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা ও 'শো-অফ' সংস্কৃতিকে রঞ্জন লিখেছেন 'জেন্টলম্যান' গল্পটি। এখানে জীবনের কৃত্রিমতা মানুষকে কীভাবে পতনের দিকে ঠেলে দেয়। অজিত ঘোষ ম্যানেজিং এজেন্সির অফিসে বড় চাকুরে ছিল। সেই আভিজাত্যের খোলস বজায় রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টায় তার পতন ঘটে। অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠলেও সে তার উচ্চতা থেকে নীচে নেমে আসেনি। প্রয়োজনে সে তার জীবন দিয়ে ঋণ শোধ করেছে। গল্পের শেষে কথককে দেওয়া অজিতের চিঠি থেকে জানা যায়—

> "কানাই এক্সপোর্টের বাবসা করে। কী রপ্তানি করে শুনলে তুমি শিউরে উঠবে, কিন্তু সেন্টিমেন্টাল হয়ো না। এর চেয়ে নৃশংস ব্যবসাও আছে। শুধু সেগুলোতে আড়াল আছে আর আমার বন্ধুর বেলায় তা নেই। সে মানুষ মারে না। মরা মানুষের শব চালান দেয় বিদেশের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য। আমি ব্যবস্থা করেছি কাল বিকালের মধ্যে আমার শব ওর কারখানায় যাবে। ওর এজেন্ট আমার ফ্ল্যাটে আসবে ভোর চারটেয়, তাই তোমার পার্টি থেকে দুটোর আগে আমায় বেরুতেই হবে।"[৯]

এইভাবে সে মরে গিয়েও সকলের দেনা শোধ করে। লেখক এখানে দেখাতে চেয়েছেন আধুনিক নগরায়ন মানুষকে যেমন চাকচিক্য দিয়েছে, তেমনই এক গভীর নৈতিক সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অনুরূপভাবে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'বত্রিশ নম্বর বিছানা' গল্পে শিল্পী শঙ্করনারায়ণের যে পরিণতি আমরা দেখি, তা আধুনিক নাগরিক সভ্যতার চরম অমানবিকতার এক প্রমাণ। এক সময়ের সুপুরুষ ও নামী শিল্পী যখন সরকারি হাসপাতালের বেওয়ারিশ শয্যায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন, তখন সমাজ-মানসের এই উদাসীনতা আমাদের স্তম্ভিত করে। কথক হাসপাতালে দেখেতে গিয়ে সেখানকার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> "এর পায়ের তলা দিয়ে ওর মাথার সামনে দিয়ে ঘিনঘিন করে ঘুরছি। আর ভাবছি অমন একজন শৌখিন মানুষকে এই ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে গেল। হঠাৎ ডানপাশে তাকিয়ে দেখি একটা থামের আড়ালে ঝরঝরে লোহার খাটে, ময়লা বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে আছেন মাস্টারমশাই। পরনে ফুল-ফুল লুঙ্গি, ময়লা গেঞ্জি। মানুষটি এতটুকু হয়ে গেছেন ভূগে ভুগে। তার ওপর পা দুটো মুড়ে পেটের কাছে রেখেছেন। সম্পূর্ণ বেহুঁশ যেন। দাঁড়িয়ে আছি পায়ের দিকে। মুখের সামান্য অংশ চোখে পড়ছে। কি অসহায় ছবি। আমার হাতে ছিল কিছু ফুল, এক বাকস মিষ্টি। এই হরিহর ছত্রের মেলায় কে কার হাতের ফুল যেন লজ্জা পেয়ে গেছে।"[১০]

গল্পকার এই গল্পে একজন বড়ো মাপের শিল্পীর প্রতি সমাজের যে উদাসীনতা দা যেমন দেখিয়েছেন, পক্ষান্তরে সাধক নায়ক অনিলকুমার ও ললিতার সংস্পর্শে তাঁর জীবনে যে পতন নেমে এসেছিল তাও চিত্রিত করেছেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 19*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 137 - 143*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

বাংলা ছোটগল্পের এই বিবর্তনের ধারায় দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যে মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তা এক চরম রূপ ধারণ করে। 'দেশ' শারদীয়ার গল্পগুলোতে এই সময়কার মানুষের আদর্শচ্যুতি এবং অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে করা আপসগুলো অত্যন্ত নিপুণভাবে ধরা পড়েছে। বিশেষ করে রাজনীতির বিবর্তন এবং আদর্শবাদী মানুষের অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়া এই সময়ের এক বড় ট্র্যাজেডি। গৌরকিশোর ঘোষের 'বসন্দা' গল্পটি এই বিবর্তনের এক নিষ্ঠুর দলিল। এক সময়ের তেজি ও ত্যাগী বিপ্লবী বসন্দা যখন দেখেন আজকের রাজনীতিতে ত্যাগের চেয়ে চাতুর্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তখন তাঁর সেই পরাজয় কেবল এক ব্যক্তির নয়, বরং এক সুস্থ সমাজ-মানসের পরাজয় হিসেবে গণ্য হয়। কথক কথায়—

> "বসন্দার কাছে বিপ্লব মানে গায়ের জোরের প্রদর্শনী। হাল রাজনীতিতে তার স্থান কোথায়? প্রকাশ। রাজনীতিতে বিপ্লবের অর্থ অন্য। গণ-আন্দোলন চাই। জনসাধারণ জাগ্রত হলে ওদের দিয়ে বিপ্লব করাতে হবে। হাতের জোরের স্থান নেই, এখানে শুধু মুখের জোর। গরম গরম বক্তৃতায় লোককে চাগিয়ে তুলতে হবে। এই পার্টিতে বসন্দ্যর জায়গা কই? যে বসন্দা হাতে ধরে ধরে এক একজনকে রিক্রুট করেছেন, আজ তারাই প্রধান, বসন্দা একপাশে। আজকের পার্টিতে বসন্দার মূল্য ছেঁড়া মাদুরের মতো।"[১১]

পার্টি অফিসে ব্রাত্য হয়ে পড়া বসন্দার এই করুণ দশা সমকালীন রাজনৈতিক অবক্ষয়কে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আদর্শ ও বাস্তবতার এই সংঘাত বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তনকে এক দার্শনিক গাম্ভীর্য দিয়েছে। বিবর্তনের এই বাঁকে দাঁড়িয়ে মানুষ আজ নিজেকে আবিষ্কার করছে এক গভীর শূন্যতার মাঝে, যেখানে পুরনো আদর্শগুলো অর্থহীন হয়ে গেছে।

১৯৪৩ থেকে ১৯৮৮ সালের এই দীর্ঘ পরিক্রমায় বাংলা ছোটগল্প কেবল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুমেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা বারবার ফিরে গেছে মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের কাছে। 'দেশ' শারদীয়ার পাতায় প্রান্তিক জীবনের যে ছবিগুলো ফুটে উঠেছে, তা সমাজ-মানসের এক গভীর ও আদিম স্তরকে স্পর্শ করে। এই বিবর্তনে আমরা দেখি নিম্নবর্গের মানুষের জীবনদর্শন, তাদের লোকজ বিশ্বাস এবং টিকে থাকার এক অদম্য লড়াই। সমরেশ বসুর 'উরাতীয়া' গল্পে যেমন আদিম জীবনের এক অকৃত্রিম ও রুক্ষ রূপ ধরা পড়েছে, তেমনি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'জুলেখা' ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দেবদূত ও বারোহাটের কানাকড়ি' গল্পে পাই গ্রামবাংলার মুসলিম সমাজের নারীর জীবনসংগ্রাম। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন হাসিনার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে কীভাবে সমাজের মুখোসধারী দল তার সাথে যৌন মিলন করেছে। এমনকি পিতৃতুল্য গণি চৌধুরীও তাকে ছাড়েনি। হাসিনা তার বাগানের আম দেওয়ার ছলনায় গণি চৌধুরী আঁচল পাততে বলে, হাসিনা আঁচল খুলতেই—

> "গণি চৌধুরী তার বুকের দিকে চেয়ে থেকে আমগুলো ঢেলে দিলেন। তারপর হাসিনা যখন পুঁটলি বাঁধতে ব্যস্ত সেই সময় তিনি ওর পিঠে হাত রেখে কাছে আকর্ষণ করে বললেন, কী খুশি তো? হাসিনা উঁ উঁ শব্দ করলো। গণি চৌধুরীর হাত স্বাধীন হয়ে গিয়ে নাড়াচড়া করতে লাগলো যেখানে সেখানে। এর পর আর মাত্র দুমিনিট লাগলো মাটিতে শুয়ে পড়তে। এত ভোরে কাকপক্ষীও জাগেনি। জাগলেও কেউ আমবাগানের দিকে আসবে না। হাসিনার কোঁচড় থেকে আমগুলো গড়িয়ে গেল, সে অনবরত শব্দ করতে লাগলো উঁ উঁ উঁ।"[১২]

একই চিত্র দেখা সন্তোষকুমার ঘোষের 'জাদুঘর' গল্পে। পশুপতিবাবুর কাছ থেকে কথক জানতে পারে সুরমা ভালবেসে যে জগদিন্দু গাঙ্গুলির হাত ধরে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল, সেই তাকে যৌন ব্যবসায় নামতে বাধ্য করে। পশুপতি সুরমা সম্পর্কে কথককে বলেন—

> "গত বিশ বছর ধরে যতজন এই হোটেলে বাস করে গেছে অনন্তবাবু, তাদের প্রায় কাউকেই একলা রাত কাটাতে হয়নি।"[১৩]

এইসব গল্পগুলোতে গল্পকাররা দেখিয়েছেন কীভাবে পুরুষের যৌনলালসার কাছে নারীকে বারে বারে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 19*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 137 - 143*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

১৯৪৩ থেকে ১৯৮৮ — সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'দেশ' শারদীয় গল্প-সংকলনের এই পঁয়তাল্লিশ বছরের এই দীর্ঘ পরিক্রমায় দেখা যায়, কীভাবে বাংলা ছোটগল্প তার মেদবর্জিত আঙ্গিক আর তীক্ষ্ণ জীবনবোধ নিয়ে পল্লী-প্রকৃতির মায়া কাটিয়ে নাগরিক যন্ত্রসভ্যতার জটিলতায় প্রবেশ করেছে। গল্পগুলোতে দেখা যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগের হাহাকার পৌঁছে গেছে মানুষের অস্তিত্বের গূঢ় সংকটে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক নিঃসঙ্গতায়। এই সংকলনের গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সমকাল কেবল গল্পের পটভূমি পাল্টে দেয়নি, বরং পাল্টে দিয়েছে মানুষের দেখার চোখ। তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণের সেই মায়াময় গ্রামীণ জগত থেকে আমরা যখন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আধুনিক নগর-মনস্কতায় পৌঁছাই, তখন সমাজ-মানসের এই আমূল পরিবর্তন স্পষ্ট ধরা পড়ে। এই বিবর্তনের পথে বাংলা ছোটগল্প কেবল বিষাদকে আঁকড়ে ধরেনি, জীবনকে উদযাপনের নতুন নতুন রসদও খুঁজে নিয়েছে। তবে সব ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে সেই অমোঘ সত্য— মানুষের আদিম প্রবৃত্তি আর সময়ের সাথে তার অভিযোজন। এই গল্পগুলো আমাদের শেখায় যে, সময় বহমান হলেও মানুষের মৌলিক আবেগগুলো— ভালোবাসা, ঈর্ষা, হাহাকার আর টিকে থাকার লড়াই— চিরকাল একই থাকে, কেবল প্রকাশের মাধ্যমটা বদলে যায়। বিবর্তনের এই ধারা আজও বহমান। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সেই বিষণ্ণ হাসপাতালের শয্যা থেকে নবনীতা দেবসেনের ড্রয়িংরুম পর্যন্ত যে যাত্রাপথ, তা আসলে আমাদেরই আত্মিক বিবর্তনের কাহিনি। এই পঁয়তাল্লিশ বছরের বিবর্তন বাংলা ছোটগল্পকে যে ঋদ্ধতা দান করেছে, তা আগামী দিনের গবেষকদের কাছে এক আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

## Reference:

১. রায়, অন্নদাশঙ্কর, 'মীন পিয়াসী', *দেশ শারদীয় গল্প-সংকলন ১৯৪৩-১৯৮৮*, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, চতুর্দশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ২৩৬
২. বসু, মনোজ, 'মহাবন্যা', *দেশ শারদীয় গল্প-সংকলন ১৯৪৩-১৯৮৮*, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, চতুর্দশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ২২
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'ইস্কাপন', *দেশ শারদীয় গল্প-সংকলন ১৯৪৩-১৯৮৮*, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, চতুর্দশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ২৭
৪. ভাদুড়ী, সতীনাথ, 'দাম্পত্য সীমান্তে', *দেশ শারদীয় গল্প-সংকলন ১৯৪৩-১৯৮৮*, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, চতুর্দশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ২৫০
৫. নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র, 'গিরিগিটি', *দেশ শারদীয় গল্প-সংকলন ১৯৪৩-১৯৮৮*, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, চতুর্দশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ২১৯
৬. তদেব. ২২০
৭. দেবসেন, নবনীতা, 'ভালোবাসা কারে কয়', *দেশ শারদীয় গল্প-সংকলন ১৯৪৩-১৯৮৮*, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, চতুর্দশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ৫৩৯
৮. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, 'হেডমাস্টার', *দেশ শারদীয় গল্প-সংকলন ১৯৪৩-১৯৮৮*, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, চতুর্দশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ৭৭
৯. রঞ্জন, 'জেন্টলম্যান', *দেশ শারদীয় গল্প-সংকলন ১৯৪৩-১৯৮৮*, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, চতুর্দশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ২০১
১০. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, 'বত্রিশ নম্বর বিছানা', *দেশ শারদীয় গল্প-সংকলন ১৯৪৩-১৯৮৮*, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, চতুর্দশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ৪০৬
১১. ঘোষ, গৌরকিশোর, 'বসন্দা', *দেশ শারদীয় গল্প-সংকলন ১৯৪৩-১৯৮৮*, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, চতুর্দশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ১২৬

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 19*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 137 - 143*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

১২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি', *দেশ শারদীয় গল্প-সংকলন ১৯৪৩-১৯৮৮*, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, চতুর্দশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ৩৫২
১৩. ঘোষ, সন্তোষকুমার, 'জাদুঘর', *দেশ শারদীয় গল্প-সংকলন ১৯৪৩-১৯৮৮*, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, চতুর্দশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ১১৩